তারিখ ... 12 FEB ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিপন্ন শিক্ষা ক্যাডার

রাহনুমা দিশা

বাংলাদেশের জন্মের একটি অন্যতম ইন্ধন ছিল শিক্ষা আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক চেষ্টায় স্বাধীনতার পর খুব দ্রুতই গঠিত হয় কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন। সবকিছু সেই মতো চললে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু দেশ চলে গেল সুদীর্ঘ সামরিক শাসনের কবলে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হলো শিক্ষাব্যবস্থা। ভর করল যুগপৎ পাক-ব্রিটিশ ভূত, পিছু হটতে লাগল দিনে দিনে, আমলাতন্ত্র জেঁকে বসে গেল আরও জোরের সঙ্গে। আজ কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা! এর মধ্যে বিপরীত একটি পদক্ষেপ ছিল ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে সাধারণ শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা। দেশের সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক এবং শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশাসনিক কাজগুলোর জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়। এটি একটি আশার কথা হতে পারত। আমলাতন্ত্রের যে ক্রমাগত চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে দেশের সবক'টি ক্ষেত্রে, অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রকে এ থেকে উদ্ধার করতে পারত শিক্ষা ক্যাডার। কিন্তু বিসিএস সাধারণ শিক্ষাকে পঙ্গু করে রাখার প্রক্রিয়াটি সম্ভবত তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায়। একজন নবীন শিক্ষক কর্মকর্তা যে উদ্দীপনা নিয়ে চাকরিতে যোগ দেন, বছর না ঘুরতেই তাতে ভাটা পড়তে শুরু করে। নিজেদের পেশার কর্তৃত্ব তো বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি, তার ওপর নানাভাবে চলছে সার্ভিসটিকে অকার্যকর করে দেওয়ার চক্রান্ত। শিক্ষা ক্যাডারের অস্তিত্ব হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে যায়, যখন একটি যথাযথ বিধি তৈরি না করে দেশের শত শত কলেজ (প্রতি উপজেলায়) সরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। অবাক কাণ্ড হলো, এ ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাজ করে না, অতি দ্রুতই একের পর এক আদেশ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি সরকারি কলেজ থাকা অবশ্যই দরকার। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ তাই বলা আছে সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা। সেটিকে পাশ কাটিয়ে এখন চলছে কলেজ সরকারিকরণের উদ্যোগ। নব্বইয়ের দশকে ১৮টি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করে সেসব কলেজের শিক্ষকদের সরাসরি শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; যার ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার ভার এখনও টেনে চলেছে শিক্ষা ক্যাডার। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে এখানে। তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অনেক কিছুই করার আছে।

সবার আগে যেটা করা দরকার তা হলো, সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ। ভাবতে হবে, কীভাবে যোগ্যতম লোকেরা শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তা না করে উল্টো তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সার্ভিসটি গড়ে উঠেছে তাকেই ধ্বংস করা হচ্ছে। দুই দল শিক্ষককে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে মুখোমুখি সংঘাতে– এক দল প্রাণপণে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে, আরেক দল অন্যায্য সুবিধার লোভে। পদোন্নতি জটিলতা, প্রশাসনিক অসামঞ্জস্য, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ইত্যাদি নিয়ে এমনিতেই খুঁড়িয়ে পথ চলছিল শিক্ষা ক্যাডার। এখন অপরিকল্পিত আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারকে বাঁচতে দেওয়া হোক, সঞ্জীবিত হোক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। জাতীয়করণের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের আগে আর জাতীয়করণ নয়।

বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসের প্রত্যেকটি শাখা বিশেষায়িত, কেবল প্রশাসন ক্যাডার বাদে। এই সার্ভিসটির জন্য কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করা হোক, যেন কাজের অভাবে শিক্ষা সফরের অনুমতি প্রদানের মতো কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে না হয়। দেশের সব পেশা আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাক।

সরকারি কলেজের শিক্ষক